রিসালা-ই নূর সমগ্র থেকে নির্বাচিত

সৃষ্টি জগতে ইসমে আ'জমের প্রতিফলন

মূল : বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী

ভাষান্তর : মামুন ইবনে ইসমাঈল

সোজলার পাবলিকেশন

সোজলার পাবলিকেশন
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, সূত্রাপুর, ঢাকা—১১০০
০১৭৬৭-৮২২০৬৪
www.facebook.com/sozlerpublication
E-mail : sozlerpublicationlbd@gmail.com
Website : www.Risalanur.org

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি ডট কম
ওয়াফি লাইফ

প্রথম প্রকাশ : জুন, ২০১৬
দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন, ২০২২
গ্রন্থস্বত্ব : সোজলার পাবলিকেশন
প্রচ্ছদ : সিদ্দিক মামুন
মূল্য : ১৬০ টাকা

সূচিপত্র

প্রথম নুকতা	:	আল্লাহর কুদ্দুস নামের একটি রহস্যের আলোচনা	১১
দ্বিতীয় নুকতা	:	সৃষ্টিজগতে আল্লাহর আদল (ইসাফকারী নামের রহস্য ও প্রতিফলন)	১৭
তৃতীয় নুকতা	:	সৃষ্টিজগতে আল্লাহর হাকাম (মহাবিচারক নামের রহস্য ও প্রতিফলন)	২২
চতুর্থ নুকতা	:	সৃষ্টিজগতে আল্লাহর ফারদ (একক নামের রহস্য ও প্রতিফলন)	৩৮
পঞ্চম নুকতা	:	সৃষ্টিজগতে আল্লাহর হা'ই (চিরঞ্জীব নামের রহস্য ও প্রতিফলন)	৬১
ষষ্ঠ নুকতা	:	সৃষ্টিজগতে আল্লাহর কায়্যুম (অবিনশ্বর নামের রহস্য ও প্রতিফলন)	৮২

ত্রিশতম লামআ'

একত্রিশতম মাকতুবের ত্রিশতম লামআ'। যা এসকিশেহির কারাগারের একটি ফল। এতে ছয়টি নুকতা রয়েছে।

"ঈমানের ফলসমূহ" এবং "আল হুজ্জাতুয যাহারা" নামক পুস্তিকা দুটি "দেনিযলী" ও "আফ্যূনের" ইউসুফিয়া মাদরাসার পূর্ণাঙ্গ ও তাৎপর্যপূর্ণ ফসল, আর "এসকিশেহিরের" ইউসুফিয়া মাদরাসার অত্যন্ত শক্তিশালী ও মহান ফসল হল–ত্রিশতম লামআ; যা ইসমে আজমের ধারক মহান আল্লাহর ছয়টি নামের ছয়টি সূক্ষ্ম রহস্য ও তাৎপর্যকে পর্যালোচনা করে। ইসমে আজমের মধ্য থেকে "হাই" এবং "কাইয়্যুম" সংক্রান্ত আলোচনায় নিহীত গভীর ও বিস্তৃত বিষয়গুলোকে প্রথম পাঠেই সবাই সম্পূর্ণভাবে জানতে ও অনুধাবন করতে পারবে না; তবে খালি হাতেও ফিরবে না, প্রত্যেকেই তার অংশ পেয়ে যাবে।

প্রথম নুকতা

আল্লাহর কুদ্দুস নামের একটি রহস্যের আলোচনা

وَالْاَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُوْنَ-

আমি পৃথিবীকে বিছিয়ে দিয়েছি, আর আমি কত সুন্দরভাবেই বিছাতে সক্ষম। সূরা জারিয়াত : ৪৮

এই আয়াতের একটি রহস্য এবং ইসমে আজমের একটি আলো তথা: আল্লাহর কুদ্দুস নামের ঝলক "এসকিশেহির" জেলখানায় শাবান মাসের শেষ দিনগুলোতে আমার নিকট প্রকাশিত হয়। এটি ইসমে আজমের ছয় আলোর একটি আলো- যা আমার নিকট আল্লাহর অস্তিত্বকে চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করেছে এবং তার একাত্ববাদকে সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছে।

আমি লক্ষ্য করলাম- এই সৃষ্টিজগৎ ও ভূপৃষ্ঠ অবিরাম ব্যস্ত এক বিশাল কারখানা, রিবতিহীনভাবে পূর্ণ হচ্ছে এবং শূন্য হচ্ছে এমন এক সরাইখানা। সাধারণত এই ধরণের ব্যস্ত কারখানা ও সরাইখানাগুলো পচনশীল ময়লা ও বর্জ্য দিয়ে ভরে যায়। যদি গুরুত্বের সাথে দেখাশুনা ও পরিষ্কার না করা হয় তাহলে তাতে শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ তৈরী হয়, মানুষের অবস্থান করা কঠিন হয়ে যায়।

অথচ জগৎ নামের এই কারখানা ও পৃথিবী নামের সরাইখানা এতো পবিত্র, পরিচ্ছন্ন, এবং নির্মল যে এর কোন স্তরেই অনুপকারী, অপ্রয়োজনীয় বস্তু দেখা যায় না। বাহ্যত এমন কিছু দেখা গেলেও তা দ্রুতই রূপান্তর যন্ত্র দ্বারা পরিষ্কার করা হয়। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, যিনি এই সুবিশাল কারখানার পর্যবেক্ষক,

তিনি অত্যন্ত নিপুনতার সাথে দেখা শুনা করেন। এই কারখানার এমন এক জন পরিচ্ছন্নকারী মালিক রয়েছেন যে এই বিশাল কারাখানা ও প্রাসাদকে ছোট একটি ঘরের মতো ঝাড়ু দেন,পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন এবং গুছিয়ে রাখেন। কারখানা এতো বড় হওয়া সত্ত্বেও কোথাও কোন ময়লা আবর্জনা খুজে পাওয়া যায় না। কারখানা যতো বড় পরিচ্ছন্নতাও ততো গুরুত্ব দিয়ে করা হচ্ছে। মানুষ যদি এক মাস গোসল না করে এবং তার ঘর-দোর ঝাড়ু না দেয় তাহলে অনেক বেশি ময়লা ও দূর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়। স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, বিশাল এই জগত কারখানার পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা, ঔজ্জল্য ও নির্মলতা প্রজ্ঞাময় এক পরিচ্ছন্নকর্ম ও সূক্ষ্ম এক পবিত্র কর্মের ফল।

যদি পরিচ্ছন্নতার এই অবিরাম পর্যবেক্ষণ না হত এবং পবিত্রতার অপলক দৃষ্টি না থাকত তাহলে এক বছরের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ প্রাণী এই ভূপৃষ্ঠে ব্যাপক মহামরিতে ও দূষিত পরিবেশের কারণে দম বন্ধ হয়ে মারা যেত। মহাকাশে ধ্বংশ হয়ে যাওয়া গ্রহ, নক্ষত্র, তারকাপুঞ্জ আমাদেরকে, অন্যান্য প্রাণীদেরকে বরং সমগ্র পৃথিবীকে চূরমার ও নিঃশেষ করে দিত। আমাদের উপর পাহাড়ের মতো বিরাট বিরাট পিণ্ড বর্ষণ হত। আমাদেরকে এই পার্থিব নিবাস থেকে পলায়ন করতে বাধ্য করত। পক্ষান্তরে মহাশূন্যের যুগ যুগ পার হবার পরও কয়েকটি উল্কাপিণ্ড ছাড়া অস্তিত্ববিলিন করার মতো কোনো কিছুই আমাদের উপর পতিত হয়নি এবং কোনো মানুষও সেই উল্কাপিণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। বরং তা শিক্ষাগ্রহণকারীদের জন্যে এক শিক্ষা হয়ে আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে। এবং ভূপৃষ্ঠে সার্বক্ষণিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার কাজ যদি অদৃশ্য হাতে না হত, তাহলে অজস্র প্রাণীর জীবন-মৃত্যুর আবর্তনে সৃষ্ট মৃতদেহ ও দুলক্ষ প্রজাতির গাছপালার ধ্বংসস্তুপ এবং প্রাণনাশক ময়লা-আবর্জনায় জল-স্থল পূর্ণ হয়ে থাকত। ফলে অনুভূতিসম্পন্ন সকল প্রাণী এবং মানুষ এই কুৎসিত-কদাকার পৃথিবীর প্রতি আসক্ত হওয়ার বদলে বসবাসের অযোগ্য এ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে পালিয়ে মৃত্যুর পথযাত্রী হতেও দ্বিধা করত না। হ্যাঁ, পাখি যেমন তার ডানা খুব সহজে পরিষ্কার রাখে, লেখক তার বইয়ের পাতা সযত্নে ও সহজেই পরিচ্ছন্ন রাখে, তেমনি মহাশূন্যে গ্রহ-নক্ষত্রের সাথে উড়ন্ত এই পৃথিবী তার বিরাট ডানা এবং সৃষ্টিজগতের এই মহাগ্রন্থের বিরাট পাতাকে পরিচ্ছন্ন, পবিত্র, পরিপাটি করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে। ভূপৃষ্ঠের এই পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দযের মধ্যে যারা আখেরাতকে উপলব্ধি করতে ও দেখতে পারে না,

এবং ঈমানের মাধ্যমে চিন্তা করে না, তারা শুধু পার্থিব ও জাগতিক দিক দেখেই এই সৌন্দর্য ও নির্মলতার প্রতি আসক্ত হয়। এর উপাসনা করে বসে।

জগতের বিলাসবহুল এই প্রাসাদ ও বিরাট কারখানার উপর কুদ্দুস তথা মহাপবিত্র নামের প্রতিফলন ঘটেছে। এমনকি যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে পরিচ্ছন্নতার পবিত্র নির্দেশ চলে আসে, তখন পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বপালনকারী সামুদ্রিক বিরাট বিরাট হিংস্র প্রাণী ও স্থলজ ঘাতক বাজপাখির জন্যেই নির্দেশ আসে না বরং বিভিন্ন প্রজাতির কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড় ও পিঁপড়ারাও পরিচ্ছন্নতার এই খোদায়ী নির্দেশ ভালোভাবে শোনে। রক্তের শিরার মধ্যে শ্বেত কণিকা লোহিত কাণিকাও যেমন আল্লাহর এই পরিচ্ছন্নতার নির্দেশ শুনে শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেল ও কোষসমূহকে স্বচ্ছ, নির্মল এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব পালন করে, তেমনি শ্বাস-প্রশ্বাস রক্তকে পরিষ্কার রাখছে। ঐ নির্দেশের অনুগত হয়ে চোখের পাতা চোখকে এবং মাছি তার ডানাকে যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখছে, তেমনিভাবে প্রবল বেগে বহমান বাতাস ও ভারী ভারী মেঘও তার পরিচ্ছন্নতার নির্দেশ শোনে। বাতাস ভূপৃষ্ঠকে ময়লা আবর্জনা থেকে পরিষ্কার ও পবিত্র করে। আর মেঘমালা পৃথিবীর বাগানে পবিত্র পানি ছিটিয়ে দেয়। ধূলাবালি সব পরিষ্কার করে দেয়। সব শেষে থেকে যাওয়া খন্ড খন্ড মেঘগুলোকে খুব দ্রুত ও সুব্যবস্থাপনায় দূরে সরিয়ে দেয় ফলে আকাশ পরিষ্কার ও চকচক করতে থাকে। চারদিকে সৌন্দর্য বিরাজ করতে থাকে।

এই আদেশ যেমন গ্রহ-নক্ষত্র, বিভিন্ন উপাদান, খনিজ পদার্থ এবং উদ্ভিদরাজি শোনে তেমনিভাবে সকল অণু-পরমাণু বিন্দু-কণাও এর অনুগত। এমনকি হতবুদ্ধিকর ও অবাক-করা আবর্তন-বিবর্তনের মাঝেও পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতার প্রতি লক্ষ রাখে এই অণুকণা। অনর্থক কোনো এক কোণে জড়ো হয় না এবং অহেতুক কোনো স্থানে স্তূপীকৃতও হয় না, কখনো যদি অপরিচ্ছন্ন হয়েও যায়, অতি দ্রুত পরিষ্কার হয়ে যায়। এসবকিছুকে পরিচ্ছন্ন, পবিত্র, স্বচ্ছ, সুন্দর, কোমল ও দৃষ্টিনন্দন রাখতে মহান এক প্রজ্ঞাপূর্ণ হাত কার্যরত।

এই পরিচ্ছন্নকরণ ও পবিত্রকরণ হল একটি কাজ, যা এক মহান বাস্তবতা। জগতের বিস্তৃত অঙ্গনে ঝলকে ওঠা আল্লাহর কুদ্দুস নামের এক মহান ঝলক। যার আলোয় প্রতিপালকের অস্তিত্ব ও একত্ব তাঁর সুন্দর নামসহ দেখা যায়। প্রশস্ত ও সূক্ষ দৃষ্টিধারীরাই কেবল তা অনুধাবন করতে পারে।

'রিসালায়ে নূর'-এর অনেক অংশেই সুদৃঢ় দলীল-প্রমাণ দিয়ে সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, নীতি নির্ধারন ও নীতিমালা হল হাকীম ও হাকাম তথা প্রজ্ঞাময় ও মহাবিচারক নামের একটি দীপ্তি। পরিমাপ ও পরিমিতি দান হলো আ'দিল ও আদ্‌ল অর্থাৎ ন্যায়বিচারক ও ইনসাফকারী নামের তাজাল্লী। অনুগ্রহ ও সুসজ্জিতকরণ হলো জামীল ও করীম অর্থাৎ সুন্দর ও পরম দাতা নামের ঝলক। 'প্রতিপালন ও পুরস্কার প্রদান হলো রহীম ও রব অর্থাৎ পরম দয়ালু ও মহাপ্রভু নামের একটি প্রতিফলন। এসবই এক একটি কাজ, এক একটি বাস্তবতা, যা সমগ্র সৃষ্টিজগতের দিক-দিগন্তে সুস্পষ্টরূপে এককভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। প্রতিটি কাজই এক ও অদ্বিতীয় সত্তার অস্তিত্ব ও তার একত্ববাদের মহিমা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। এমনিভাবে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রকরণ কর্ম আল্লাহর কুদ্দূস নামের একটি দীপ্তি যা সূর্যের মত তার অস্তিত্বকে প্রমাণ করে, দিবালোকের ন্যায় তার অদ্বিতীয় হওয়ার বর্ণনা দেয়। উপরে উল্লিখিত পরিমিতি, সুসজ্জিতকরণ, নিয়ম-নীতি প্রনয়ণ ও পরিচ্ছন্নতার মত প্রাজ্ঞিক কর্মসমূহ সৃষ্টিজগতে ব্যাপকভাবে অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টার অস্তিত্বের বর্ণনা দেয়, একইভাবে অধিকাংশ সুন্দরতম নামসমূহ বরং হাজার ও অসংখ্য নামের প্রত্যেকটি নাম ও সুন্দরতম নামসমূহের প্রত্যেকটি নামেরই রয়েছে মহান তাজাল্লী ও দীপ্তি। ঐ দীপ্তি থেকে সৃষ্ট কর্ম যত বড় তত স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে এক একক সত্তাকে দেখায়।

হ্যাঁ, দিনের আলো যেমন সূর্যের অস্তিত্বের প্রতি নির্দেশ করে তেমনি সবকিছুকে ব্যবস্থাপনা ও শৃংখলার অধীনে নিয়ে আসা ব্যাপক প্রজ্ঞা, সুসজ্জা ও রূপদানকারী অসাধারণ যত্ন, কৃতজ্ঞ করে রাখা প্রশস্ত দয়া, এবং সকল প্রাণীদেরকে উপযুক্ত জীবিকাদান, প্রতিপালন, সবকিছুর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করে এক প্রকার অংশগ্রহন-মূলক মালিকানা প্রদানকারী জীবন ও জীবনদানের মত প্রত্যক্ষ বাস্তবতা ও একক কর্ম, মহামহিম হাকীম, কারীম, রাহীম, রাযযাক, হাই ও মুহয়ী সত্তার অস্তিত্বকে প্রমাণ করে।

এসব বাস্তবতার কোনটাকেই যদি এক ও একক সত্তার সাথে সম্পর্কিত না করা হয় তাহলে শত দিক থেকে অসম্ভাব্যতার সৃষ্টি হবে। উদাহরণত- প্রজ্ঞা, যত্ন, দয়া, প্রতিপালন ও জীবনদানের মত স্পষ্ট বাস্তবতা ও একত্ববাদের প্রমাণগুলোর সবগুলো নয় বরং শুধুমাত্র 'পবিত্রকরণ ও পরিষ্কারকরণ'

কর্ম যদি জগতস্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত না করা হয়, তাহলে এ কথা বলতে হবে যে, অণু-পরমাণু, মশা-মাছি, থেকে শুরু করে বিভিন্ন উপাদান, গ্রহ-নক্ষত্র, তারকারাজি পর্যন্ত সবারই জগতে পরিচ্ছন্নতা, সুসজ্জা, ও ভারসাম্য নিয়ে ভাবার এবং সে অনুযায়ী নিজেদেরকে পরিচালনা করার যোগ্যতা রয়েছে। অথবা বলতে হবে প্রতিটি ছোট বড় বস্তুর মাঝে জগতস্রষ্টার পবিত্র গুনাবলী বিদ্যমান। অন্যথায় বলতে হবে, জগতের সাজ-সজ্জা, পবিত্রকরণ ও আয় ব্যয় যাতে সঠিকরূপে নির্ণয়ন, নির্ধারণ ও ভারসাম্যতার সাথে করা যায় সে জন্য সমগ্র জগৎব্যাপী বিশাল একটি পরামর্শ সভা রয়েছে, আর এটাও মেনে নিতে হবে যে সে সভার সদস্য হল অসংখ্য অনু-পরমাণু, কীট-পতঙ্গ থেকে শুরু করে সকলেই। শুধুমাত্র এই একটি বাস্তবতা- সমগ্র ভূখণ্ডে ও দিগন্তে প্রকাশ্য ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা ও সামগ্রিক সাজ-সজ্জা ব্যাখ্যা করতে এধরনের শত শত অলীক, কাল্পনিক ও অবাস্তব কথা মেনে নিতে হবে। অর্থাৎ, এতে করে একটি নয় বরং শত শত অসম্ভব অবাস্তব ব্যাপার সৃষ্টি হয়।

হ্যাঁ দিনের আলো ও ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি স্বচ্ছ বস্তুর মধ্যে ফুটে ওঠা ছোট ছোট সূর্য এক মহাসূর্যের সাথে যদি সম্পর্কিত না করা হয় এবং এ ব্যাখ্যা না করা হয় যে, এই আলোকরশ্মি ও দীপ্তি এক মহাসূর্যের আলো ও আভা তাহলে, সর্বময় ছড়িয়ে থাকা এই আলোর অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে এ কথা বলতে হবে যে, প্রতিটি স্বচ্ছ কাচের টুকরা, পানির ফোটা, বরফের টুকরা, এবং বাতাসের অণুতে এক একটি বাস্তব সূর্য রয়েছে।

ঠিক এমনিভাবে হেকমত ও প্রজ্ঞা, ব্যাপক রহমত ও করুণা এবং সুবিন্যস্ত ও সুসজ্জিত করা, ভারসাম্য রক্ষা করা, সমুন্নত করা, প্রত্যেকটিই সর্বময় ছড়িয়ে থাকা এক একটি আলো যা ঐ চিরন্তন সূর্যের ঝলকানি।

এখন লক্ষ করো, অস্বিকার ও ভ্রষ্টতার পথ কেমন এক চুরাবালিতে প্রবেশ করছে। অজ্ঞ ও পথভ্রষ্টদের নির্বুদ্ধিতার মাত্রা প্রত্যক্ষ করো। আল্লাহর প্রশংসা করে বলো, আলহামদু লিল্লাহি আলা দীনিল ইসলাম ওয়া কামালিল ঈমান।

হ্যাঁ, জগৎ-প্রাসাদের এই ব্যাপক সামগ্রিক সুমহান প্রত্যক্ষ পরিচ্ছন্নতা আল্লাহর কুদ্দূস নামের প্রতিফলন ও দাবি। সমস্ত সৃষ্টিজীবের তাসবীহ ও স্তুতি-প্রশংসা কুদ্দূস নামের অভিমুখী তেমনি কুদ্দূস নাম ঐ সৃষ্টিজীবের

পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতারও দাবি রাখে।[১] পরিচ্ছন্নতার এই পবিত্র সংযোগের কারণেই, اَلنَّظَافَةُ مِنَ الْاِيْمَانِ এই হাদীসে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের নূরসমূহের মাঝে গন্য করা হয়েছে। কারণ, পবিত্রতার সম্পর্ক কুদ্দূস সত্তার সাথে রয়েছে।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবাকারীকে ভালোবাসেন এবং তাদেরকেও ভালোবাসেন যারা পবিত্র থাকে।' সূরা বাকারা : ২২২

এই আয়াত পবিত্রতাকে আল্লাহর ভালোবাসার একটি মূল ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরছে।

[১] আমাদের জন্যে উচিত হলো, একথা না ভুলে যাওয়া যে, কুৎসিত স্বভাব-চরিত্র, ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাস, পাপ, অপকর্ম ও বিদআত -এসবগুলোই আধ্যাত্মিক ময়লা-আবর্জনা। (লেখক)